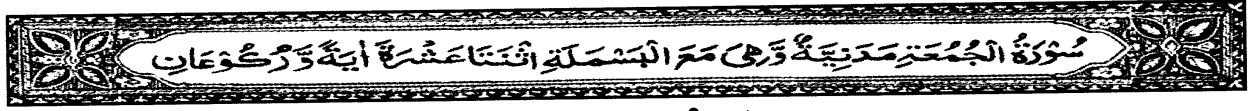


সূরা আল্ জুমু'আ-৬২

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

হিজরতের বেশ কয়েক বৎসর পরে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল বলে মনে হয়। পূর্ববর্তী সূরাতে 'আহমদ' নামে একজন নবীর আগমন সম্বন্ধীয় ঈসা (আঃ) এর মুখ-নিসৃত এক ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ রয়েছে। এই সূরাতেও ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে আরো কিছু বক্তব্য রয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার মত এই সূরাটিও আল্লাহ্ তাআলার অসীম শক্তি ও অপরিসীম প্রজ্ঞার মাহাত্ম্য ঘোষণার ভিতর দিয়ে শুরু করা হয়েছে আর আল্লাহ্ তাআলার এই দুটি গুণের প্রকাশ ও বিকাশ-স্থলস্বরূপ হযরত নবী করীম (সাঃ) এর আগমনকে নির্দেশ ও প্রমাণরূপে পেশ করেছে। তাঁর আগমনের ফলশ্রুতিতে নিরক্ষর, বর্বর, রক্ষ আরবজাতি কুরআনের শিক্ষার আলোকে ও মহানবী (সাঃ) এর দৃষ্টান্তে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে অতি অল্পকালের মধ্যেই মানব-জাতির শিক্ষক ও নেতা হয়ে গেল। তারা আঁধারের বুক থেকে আলো ছড়িয়ে দিলেন এবং যেখানেই গেলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নূতন জ্যোতি ছড়িয়ে দিলেন। অতঃপর সূরাটি ইসলামের শেষ যুগে ঠিক অনুরূপ এক আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের দৃশ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা মহানবী (সাঃ) এর এক মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ এর মাধ্যমে সংঘটিত হবে। তৎপর সূরাটি মহানবী (সাঃ)কে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ইহুদীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। কেননা তাদের ধর্মগ্রন্থে নবী করীম (সাঃ) এর আগমন সম্বন্ধীয় বহু ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁকে গ্রহণ করলো না। এইভাবে আকারে-ইঙ্গিতে মুসলমানদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন শেষ-যুগে মহানবী (সাঃ) এর প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ) তাদের মাঝে আগমন করলে ইহুদীদের মত আচরণ করে তাঁকে প্রত্যাখ্যান না করে। উপসংহারে জুমু'আর নামাযের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক প্রতিনিধির মাধ্যমে মহানবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় আগমনকে প্রকারান্তরে জুমু'আর নামাযের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে এবং ঐ দ্বিতীয় আগমনের আনুষঙ্গিক চিহ্নাবলী বিবৃত করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তখন মানুষ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে পাগলের মত ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ব্যবসা-বাণিজ্য চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হয়ে এতদূর ছড়িয়ে পড়বে যে সাংসারিক লাভালাভের জন্য মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত জীবন-যাপন করবে এবং আল্লাহ্র দিক থেকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে রাখবার জন্য বহু প্রকারের আনন্দ-সম্ভার ও চিত্ত-বিনোদক যন্ত্র ও দ্রব্য-সামগ্রী মজুদ থাকবে, যা মানুষকে মশগুল করে রাখবে। তাই মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন ঐগুলোকে তাদের ধর্ম-কর্ম পালনের পথে অন্তরায় না বানায়, ঐগুলোর মোকাবেলায় তারা যেন ধর্মীয় কার্যাবলী ও দায়িত্বাবলীকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়।



সূরা আল জুমু'আ-৬২

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১২ আয়াত এবং ২ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

২। আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে (সবই) *আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি অধিপতি, অতি পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়^{৩০৪৩}।

৩। তিনিই নিরক্ষরদের^{৩০৪৪} মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে এক *মহান রসূল করে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়, তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা^{৩০৪৫} শিখায়। অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে) ছিল।

৪। আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি^{৩০৪৬}। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ

الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ

الْحِكْمَةَ: وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ③

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَنَأَيِّكُنَّوَابِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ④

৩০৪৩। আল্লাহ তাআলার চারটি গুণের উল্লেখের সাথে পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত মহানবী (সাঃ) এর চারটি কর্মের উল্লেখ গভীরভাবে সম্পর্কিত।

৩০৪৪। ৩ঃ৭৬ এবং ৭ঃ১৫ দেখুন।

৩০৪৫। মহানবী (সাঃ) এর উপর আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত ঐশী গুরুদায়িত্বের মধ্যে এই আয়াতটিতে চারটি পবিত্র কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এ হচ্ছে সেই মহান দায়িত্ব ও সেই সুমহান কর্তব্য যা সম্পাদন করার জন্য হযরত ইব্রাহীম(আঃ) আল্লাহর কাছে কয়েক হাজার বৎসর পূর্বেই এক অসামান্য গুনসম্পন্ন মহানবীকে আরবদের মধ্যে প্রেরণের প্রার্থনা করেছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাঈল(আঃ) সহযোগে সেই সুদূর অতীতে যখন কা'বা শরীফের ভিত্তি উঁচু করে গড়েছিলেন তখনই তিনি এই সুদূর-প্রসারী দোয়াও আল্লাহর সমীপে পেশ করেছিলেন(২ঃ১৩০)। প্রকৃত কথা, কোন সংস্কারকই নিজ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারেন না, যদি না তিনি স্বকীয় পূত-পুণ্য দৃষ্টান্ত ও পবিত্র উদাহরণ দ্বারা এমন এক সরল, ভক্ত ধার্মিক ও প্রাণোৎসর্গকারী সম্প্রদায় বা জামাআত সৃষ্টি করে যান যারা তাঁর আদর্শ ও নীতির ছাঁচে গড়ে উঠে এবং তাঁর বাণীর মর্মকথা, দর্শন, তাৎপর্য, যুক্তি, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে সকলের কাছে তা প্রচার করার মত আগ্রহ, যোগ্যতা ও নিষ্ঠা অর্জন করে। সংস্কারক তাঁর অনুগামী সম্প্রদায়কে এমনভাবে শিক্ষা দান করে থাকেন যে অনুসারীদের বুদ্ধি সূতীক্ষ্ম ও পবিত্র হয়ে উঠে। তাদের ধর্ম-বিশ্বাস সঠিক, সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত হয়। তাঁর পবিত্রতম দৃষ্টান্ত ভক্তদের হৃদয়ের সকল পঙ্কিলতাকে দূরীভূত করে পবিত্রতাকে শতগুণে বৃদ্ধি করে দেয়। ধর্মের এই মৌলিক বিষয়গুলো এই আয়াতটিতে বিবৃত হয়েছে।

৩০৪৬। হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর আনীত ধর্ম কেবল আরবদের জন্যই নয় বরং তা আরব-অনারব নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানবের জন্যই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এই ধর্ম যে কেবল মহানবী (সাঃ) এর সমসাময়িক বিশ্ববাসীর জন্য তাও নয় বরং সর্বকালের সর্বমানবের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এটাই চূড়ান্ত ধর্ম হিসাবে বিরাজিত থাকবে। অথবা এই আয়াতটির তাৎপর্য এও হতে পারে যে মহানবী (সাঃ) অন্য আর একদল লোকের মধ্যে আবির্ভূত হবেন, যারা তাঁরা সমসাময়িক অনুসারীদের অর্থাৎ তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হবেন।

এই আয়াতে শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহরূপে মহানবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আবির্ভাব ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন। বিষয়টির উপর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, 'একদা যখন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হলো। আমি রসূলে আক্রম (সাঃ) এর কাছে জানতে চাইলাম, এই সূরাতে উল্লোখিত 'তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাঁকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের

টীকাটির অবশিষ্টাংশ ও ★চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৫। এ হলো আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।*

৬। তওরাতের (আদেশ পালনের) দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, কিন্তু (এতদসত্ত্বেও) যারা তা (সঠিকভাবে) পালন করেনি তাদের দৃষ্টান্ত হলো কিতাবের বোঝা বহনকারী গাধার ন্যায়। সেসব লোকের দৃষ্টান্ত কতই মন্দ যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে! আর আল্লাহ দুষ্কৃতিপরায়ণ লোকদের হেদায়াত দেন না।

৭। তুমি বল, 'হে যারা ইহুদী হয়েছে! অন্যসব লোককে বাদ দিয়ে কেবল তোমরা (নিজেদেরই) আল্লাহর বন্ধু মনে করে থাকলে (এবং এ দাবীতে) *তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর^{৩০৪৭}।

৮। কিন্তু *তাদের কৃতকর্মের দরুন তারা কখনো তা কামনা করবে না। আর আল্লাহ যালেমদের ভালো করেই জানেন।

৯। তুমি বল, *যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছ নিশ্চয় তোমরা এর সম্মুখীন হবেই। এরপর দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত (আল্লাহর) দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে। এরপর তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদের অবগত করবেন।

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا يَحْمِلُونَهَا كَشَلَ الشَّجَارِ بِحِمْلِ يَحْمِلُ آسَفَآرًا ۚ بَشَسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاؤُ اللَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

وَلَا يَتَمَتَّوْنَهُ أَبَدًا ۖ بَأْسًا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

قُلْ إِنَّمَا الْمَوْتُ الَّذِي تُفَرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

দেখুন : ক. ২ঃ৯৫ খ. ২ঃ৯৬ গ. ২ঃ৯৭; ৪ঃ৭৯; ৩ঃ১৭।

সাথে মিলিত হয়নি' সেই অন্যরা কারা? সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বার বার এই একই প্রশ্ন করায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে বললেন, 'ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও উঠে যায় তথাপি এদের (পারস্য বংশীয়দের) এক ব্যক্তি নিশ্চয় তা ফিরিয়ে আনবে' (বুখারী : বিতাবুত তফসীর)। মহানবীর এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, আয়াতটিতে যে ব্যক্তির আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে তিনি পারস্য বংশীয় হবেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ পারস্য বংশীয় ছিলেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) এর অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে প্রতিশ্রুত মসীহ তখনই আগমন করবেন যখন কুরআনের অক্ষর ছাড়া কিছুই বাকী থাকবে না এবং ইসলাম কেবল নামে মাত্র বাকী থাকবে অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের জীবন থেকে উঠে যাবে (বায়হাকী)। অতএব দেখা যায়, কুরআন এবং হাদীস উভয়েই এই একই কথা ব্যক্ত করছে যে প্রতিশ্রুত মসীহের সত্তার মধ্যেই মহানবী (সাঃ) এর দ্বিতীয় আগমন ঘটবে।

★ [এ আয়াতে 'আখারীন' অর্থাৎ অন্যদের কথা বলা হয়েছে। এতে সেই রসূলের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে যাঁর সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে উল্লেখ রয়েছে হুওয়াল্লাযী বা 'সা ফিল উম্মীঈনা রসূলান। কিন্তু এ আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলার সেই ৪টি গুণের বর্ণনা দেয়া হয়নি, যা ২ নম্বর আয়াতের শেষে বর্ণিত হয়েছে। কেবল 'আযীয' ও 'হাকীম' গুণবাচক নামদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এথেকে জানা যায়, শুরুতে যে রসূলের কথা বলা হয়েছে তিনি স্বয়ং দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবেন না, বরং তাঁর কোন যিল্ল (প্রতিচ্ছায়া) আবির্ভূত করা হবে, যিনি শরীয়তধারী নবী হবেন না। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, হযরত ঈসা (আঃ) প্রসঙ্গেও আল্লাহ তাআলার এ দুটি গুণেরই অর্থাৎ 'আযীয' ও 'হাকীম' উল্লেখ রয়েছে, যেমন বলা হয়েছে বার রাফাআল্লাহ ইলায়হে ওয়া কানাল্লাহ আযীযান হাকীমা (সূরা আন নিসা: ১৫১) (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে) (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

★ [এ আয়াত থেকে অর্থাৎ ৫নম্বর আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, এ কথা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রথম আবির্ভাবের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অন্যথা ইউতীহি মাইয়াশাও (তিনি যাকে চান তা দান করেন) বলার প্রয়োজন ছিল না। বরং এ দিয়ে তাঁর (সাঃ)

★ চিহ্নিত টীকাটির অবশিষ্টাংশ ও ৩০৪৭ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১০। হে যারা ঈমান এনেছ! জুম'আর দিনের^{৩০৪৭-ক} একটি অংশে যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহকে স্মরণ করতে দ্রুত এগিয়ে আস এবং ব্যবসাবাণিজ্য ছেড়ে দাও। তোমাদের জন্য এটাই উত্তম (তা) যদি তোমরা জানতে।

১১। আর নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা (কাজকর্মের জন্য) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান কর^{৩০৪৮} এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হতে পার।

১২। আর তারা যখন কোন ব্যবসায়িক কাজ অথবা আমোদ-প্রমোদের (বিষয়) দেখতে পাবে তখন তারা তোমাকে একাকী রেখে এর দিকে ছুটে যাবে। তুমি বল, 'আল্লাহর কাছে যা আছে তা আমোদপ্রমোদ ও ব্যবসাবাণিজ্যের চেয়ে অনেক উত্তম। আর আল্লাহ সর্বোত্তম রিয়্যকদাতা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

দ্বিতীয় আগমন বুঝানো হয়েছে। সেই আগমনকারী তাঁর (সা:) দাসত্বে এক উম্মতী নবীরূপে আবির্ভূত হবেন। আর এ হলো এক অনুগ্রহ, যা আল্লাহ যাকে চান দান করেন। তিনি মহা অনুগ্রহ ও কৃপার অধিকারী। এ অনুসিদ্ধান্তের সমর্থন সহী বুখারীর এ হাদীসেও পাওয়া যায়। এ আয়াত তেলাওয়াতের পর সাহাবাগণ প্রশ্ন করেন 'মান হুম ইয়া রসুল্লাহ' (হে আল্লাহর রসূল তারা কারা?) তাঁরা এ কথা জিজ্ঞেস করেননি, তিনি কে যিনি আবির্ভূত হবেন? বরং তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কাদের প্রতি আবির্ভূত হবেন? এতে মহানবী (সা:) হযরত সালমান ফারসী (রা:) এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়ায় চলে গেলেও তাদের মাঝ থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি তা সুরাইয়া থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। এথেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজেই পুনরায় আবির্ভূত হবেন না। বরং (তাঁর) এক দাস আবির্ভূত হবেন। তিনি পারস্য বংশীয় এক মহাপুরুষ হবেন অর্থাৎ অনারবদের মাঝ থেকে হবেন। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০৪৭। প্রতিশ্রুত মসীহ তাঁর প্রত্যাখ্যানকারী তথাকথিত মুসলমান উলেমাদেরকে তাঁর সঙ্গে 'মুবাহালা'য় অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানাবেন। 'মুবাহালা' অর্থ প্রার্থনা-যুদ্ধ, যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপকারীদের বিরুদ্ধে ঐশী অভিশাপ কামনা করা হয় এবং এই উপায়ে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হয়ে যায় (৩ঃ৬২)।

৩০৪৭-ক। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে যারা নবী করীম (সাঃ) এর বাণীকে অগ্রাহ্য করেছে এবং নিজেদের 'সাবাত' দিবসকে (সাপ্তাহিক ধর্ম-দিবস) অপবিত্র করে আল্লাহ তাআলার ক্রোধভাজন হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাই মুসলমানদের বিশেষভাবে তাকিদ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন সাপ্তাহিক জুম'আর নামায আদায় করতে কখনো অবহেলা না করে। প্রত্যেক জাতিরই সাবাত (সাপ্তাহিক ধর্ম-দিবস) আছে। এই হিসাবে মুসলমানদের জন্য 'সাবাত' হলো 'শুক্রবার'। যেহেতু এই সূরাটি প্রতিশ্রুত মসীহ (সাঃ) এর আগমন কালের সাথে জড়িত, সেইহেতু এখানে জুম'আর নামাযের আহ্বান বলতে মুসলমানদের প্রতি প্রতিশ্রুত মসীহের উদাত্ত আহ্বানকেও বুঝাচ্ছে। কেননা প্রতিশ্রুত মসীহ তাঁকে গ্রহণ করার জন্য সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকেই আহ্বান করবেন।

৩০৪৮। ইহুদী ও খৃষ্টানদের 'সাবাত' বলতে একটা কর্ম-বিরতির সাপ্তাহিক দিন বুঝায়। কিন্তু মুসলমানের 'সাবাত' বা জুম'আর অনুরূপ কর্ম-বিরতি বা বিশ্রাম-দিবস নয়। জুম'আর নামাযের পূর্বে বা পরে নৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করে যেতে মুসলমানের জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। "আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান কর" কথাটি দ্বারা সাধারণত কাজকর্ম করে রুজিরোজগার অর্জন করা বুঝায়।